



HC stays ban on student politics at Buet

Protesters ask VC to take legal steps for politics-free campus; BCL welcomes court order

The agitating Buet students yesterday demanded that the university ensure a politics-free campus through legal means after the [High Court stayed a university order banning student politics on campus](#).

The university banned politics on campus after a group of Bangladesh Chhatra League men [murdered second-year student Abrar Fahad](#) inside the Sher-e-Bangla Hall on October 7, 2019.

Following a writ filed by Buet student and Chhatra League leader Imtiaz Hossain Rahim Rabbi, the HC bench of Justice Md Khosruzzaman and Justice KM Zahid Sarwar yesterday stayed the effectiveness of the university notice that banned student politics.

Since Friday, students have been demanding expulsion of Imtiaz and the removal of Prof Mizanur Rahman from the post of director of the Directorate of Students' Welfare for what they said was his failure to keep the campus free from politics, an allegation Prof Mizanur refutes

The students alleged that Imtiaz led over 100 Chhatra League activists to a gathering on campus in the wee hours of Thursday, violating the ban on student politics.

Meanwhile, a group of Chhatra League leaders yesterday welcomed the HC order.

Around 5:45pm, about 10 Chhatra League supporters and activists, including some from Buet, placed wreaths at the portrait of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in front of the Buet Shaheed Minar.

Former Buet student Hasin Azfar, now the ICT affairs secretary of the central Chhatra League, was among the participants.

"We have to comply with what the High Court order says, and we cannot be accused of contempt of court."

— Buet Vice-Chancellor Prof Satya Prasad Majumder

Chhatra League called for human chains to be formed in all educational institutions in the country today demanding the reinstatement of student politics on Buet campus.

The student body also called a press conference at Madhur Canteen of Dhaka University at 11:00am.

STUDENTS' SAY

The Buet students in a press briefing yesterday evening said, "We, the students, are requesting our honourable vice-chancellor to fulfil the aspiration of all students and ensure a politics-free campus through legal process"

Political leaders from outside entering the campus on Thursday and their show of force is a violation of the university rules, the statement went on to say.

The students recalled Prime Minister Sheikh Hasina's statement on October 9, 2019, "They [Buet] have a syndicate and a committee. They can do it [ban student politics]. We won't interfere in it."

Following this, Buet banned all kinds of organisational politics on campus in response to demands of Buet teachers and students, the students said.

They urged the university to properly put forward the opinions of students before the judiciary.

Vowing to resist fundamentalism unitedly, they said Buet campus without student politics is the most secure and education-friendly.

BUET VC'S RESPONSE

Following the High Court order, Bangladesh University of Engineering and Technology [Vice-Chancellor Prof Satya Prasad Majumder said they have to comply with the HC order](#).

Talking to reporters at his office, he said, "We have to comply with what the High Court order says, and we cannot be accused of contempt of court.

"We are yet to receive the High Court order."

He said they would go for the next legal step after receiving the order.

BUET ALUMNI MEET VC

Led by Abdus Sabur, MP, former Buet students, who are now leaders of the Institute of Engineers, Bangladesh (IEB), yesterday demanded the immediate reinstatement of student politics on Buet campus when they met the VC.

After the meeting around noon, Sabur, now president of IEB, told reporters, "We are worried and frightened by the situation on Buet campus. We are expecting responsible behaviour from everyone, including students."

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে জোরালো ভূমিকার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন দেশে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলকে (বিএসি) জোরালো ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। সোমবার দুপুরে বঙ্গভবনে প্রত্যয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতির কাছে কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তরকালে তিনি এ আহ্বান জানান। খবর বাসসর।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাতে এগিয়ে আসে সে ব্যাপারে কাউন্সিলকে পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার বিষয় উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্ব প্রতিযোগিতায় শিক্ষার টিকে থাকতে শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট অর্জনের পাশাপাশি গুণগত শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে বিশ্ব পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। তিনি শিক্ষার্থীদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়নের ওপর জোর দেন। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন বাসসকে জানান, সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধি দল কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন ইসতিয়াক আহমেদ, অধ্যাপক ড. মো. গোলাম শাহি আলম ও অধ্যাপক ড. এসএম কবির ও সচিব অধ্যাপক এ কে এম মনিরুল ইসলাম।

এ ছাড়া তারা উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে কাউন্সিল গৃহীত নানা পদক্ষেপসহ তাদের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বাংলাদেশ প্রত্যয়ন পরিষদ) একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারি সংস্থা- যা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিক প্রোগ্রাম প্রদানকারী সত্তাদের স্বীকৃতি প্রদান এবং মান নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

SOURCE: The daily জনকণ্ঠ on 02/04/2024

১১ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর প্রদানের চাহিদাপত্র পাঠিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। একই সঙ্গে ১৫ শতাংশ হারে আয়কর না দেওয়ার অভিযোগে কমপক্ষে ১১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ১৫ শতাংশ হারে আয়কর প্রদান সংক্রান্ত রিট আপিলের নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করা হয়েছে। আদালতের 'আপিল বিভাগের পর্যবেক্ষণের বিশদ বিবরণ আদেশের পূর্ণাঙ্গ পাঠ' এখনো প্রকাশিত হয়নি। এরপরেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর প্রদানের চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে এবং দুঃখজনকভাবে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি বলছে, আদালত কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ এবং তদানুযায়ী আয়কর

প্রদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কোনোরূপ সুযোগ না দিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতরের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্থগিত করার কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। অ্যাকাউন্ট চালু করা না হলে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, বোনাস দেওয়া সম্ভব হবে না।

আইনগত জটিলতা নিরসনের পূর্বে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কর আদায় না করা এবং সব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থগিতকৃত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চালুর অনুরোধ জানানো হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির পক্ষ থেকে। অ্যাকাউন্ট স্থগিত হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে- নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, নটর ডেম ইউনিভার্সিটি ও প্রাইম ইউনিভার্সিটি।

SOURCE: The daily
বাংলাদেশ প্রতিদিন on
02/04/2024

GENOCIDE IN PALESTINE

Gaza hospital in ruins after Israeli raid

GAZA, Apr 01 (BBC/AP): Israel's military says it has pulled out of al-Shifa hospital in Gaza City after a two-week raid that left most of the major medical complex in ruins.

Gaza's Hamas-run health ministry said dozens of bodies have been found and locals said nearby areas were razed. The Israel Defense Forces (IDF) said troops had killed and detained hundreds of "terrorists" and found weapons and intelligence "throughout the hospital".

The IDF said it raided al-Shifa because Hamas had regrouped there. The two-week operation saw intense fighting and Israeli air strikes in nearby buildings and the surrounding area.

Wards were attacked because Hamas and Palestinian Islamic Jihad operatives were using them as a base, the IDF said, accusing Hamas fighters of fighting inside medical departments, setting off explosives and burning hospital buildings.

Photos showed that al-Shifa's main surgery building, which housed the intensive care unit, and the neighbouring building where the emergency, general surgery and orthopaedics departments were located had been destroyed.

Dozens of bodies, some decomposed, had been found



Palestinians inspect the damage in the area around Gaza's Al-Shifa hospital after the Israeli military withdrew on Monday — AFP

in and around the medical complex which was now "completely out of service", the health ministry said. A doctor told AFP news agency more than 20 bodies had been recovered, some crushed by withdrawing vehicles.

On Sunday Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, head of the World Health Organization (WHO), said 21 patients had died since al-Shifa "came under siege". Patients had been moved multiple times and more than 100 had been held in an "inadequate building" in the compound lacking support and medical care, he said.

Patient Barra al-Shawish told Reuters news agency that the Israeli troops had allowed in a "very small amount of food". "No treatment, no medicine, nothing and bombing for 24 hours that didn't stop and immense destruction in the hospital," he said.

Some of the patients were being moved to the al-Ahli hospital, a medic at al-Shifa told Reuters. The IDF statement said troops had "completed precise operational activity in the area of al-Shifa hospital and exited the area of the hospital". During the raid the IDF was "preventing harm to civilians, patients,

and medical teams", it added.

On Sunday evening, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said al-Shifa had become "a terrorist lair" and that more than 200 members of Palestinian armed groups, including senior figures, had been killed, with others surrendering.

Some 900 people were detained in and around al-Shifa, Israel says, with more than 500 of them subsequently found to be members of Hamas and Palestinian Islamic Jihad.

Israelis stage largest protest since war began
Tens of thousands of

Israelis thronged central Jerusalem on Sunday in the largest anti-government protest since the country went to war in October. Protesters urged the government to reach a cease-fire deal to free dozens of hostages held in Gaza by Hamas militants and to hold early elections.

Israeli society was broadly united immediately after Oct. 7, when Hamas killed some 1,200 people during a cross-border attack and took 250 others hostage. Nearly six months of conflict have renewed divisions over the leadership of Prime Minister Benjamin Netanyahu, though the country remains largely in favor of the war.

Netanyahu has vowed to destroy Hamas and bring all the hostages home, yet those goals have been elusive. While Hamas has suffered heavy losses, it remains intact.

Roughly half the hostages in Gaza were released during a weeklong cease-fire in November. But attempts by international mediators to bring home the remaining hostages have failed. Talks resumed on Sunday with no signs that a breakthrough was imminent.

Hostages' families believe time is running out, and they are getting more vocal about their displeasure with Netanyahu.

SOURCE: The daily FINANCIAL EXPRESS on
02/04/2024